সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে চরম অস্থিরতা

- বদলি আতঙ্কে স্থবির
- চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে প্রভাবশালীদের ত্রিমুখী লড়াই

রাকিব উদ্দিন

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। বদলি আতঙ্কে স্থবির হয়ে পড়েছে শিক্ষা ভবন। চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে প্রভাবশালীদের ত্রিমুখী লড়াইয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে বিরাজ করছে অচলাবস্থা। এর মধ্যেই শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ফোরামের সঙ্গে বিসিএস শিক্ষা সমিতির অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষা ভবন, শিক্ষা বোর্ড, রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থায় বড় ধরনের রদবদলের তৎপরতা চালাচ্ছেন বিসিএস সমিতির প্রভাবশালী নেতারা। অন্যদিকে আগাম বদলি ঠেকাতে শিক্ষামন্ত্রী, সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দৌড়ঝাঁপ করছেন কর্মকর্তারা।

এছাড়া শিক্ষা ভবন নামে পরিচিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক পদে প্রথমবারের মতো বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতিকে নিয়োগ দেয়ায় সারাদেশের এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছে বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলো। সেবা না পাওয়ার আশঙ্কা, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সর্বোপরি বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতাদের দাপটে মাউশিতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের আনাগোনাও সম্প্রতি একেবারে

অস্থিরতা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

অস্থিরতা : শিক্ষা ক্যাডারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমেছে। বেড়েছে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের তৎপরতা ও তদবির। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৩০ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে মাউশি। অর্থাৎ মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৮ ভাগই বেসরকারি। ২৫৩টি সরকারি কলেজসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ৩০০টি এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ৩১৭টি।

ফোরামের সঙ্গে সমিতির বিরোধ : জানা যায় ১ জানুয়ারি মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদ শেষ হয়। এরপর ৬ জানুয়ারি বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন মাউশির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পান। তিনি আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের বোন এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক পিএস ড. উবায়দুল মোক্তাদিরের সহধর্মিণী। তিনি ৯ জানুয়ারি মহাপরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ওইদিন ঢাকার ১০টি সরকারি কলেজ ও বিভিন্ন সংস্থার প্রায় এক হাজার শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। তবে তিনি বিসিএস সমিতির অন্তর্ভুক্ত কোন ফোরামের পুষ্পস্তবক গ্রহণ করেননি।

এ বিষয়ে ২৪তম বিসিএস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক ও ২৭তম বিসিএস ফোরামের আহ্বায়ক দাউদ হোসেন রাজা সংবাদকে বলেন, 'ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা নবনিযুক্ত মহাপরিচালককে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ফোরামের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেননি। তখন মহাপরিচালক জানান আমি ফোরাম পছন্দ করি না। পরবর্তীতে আমরা শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালককে শুভেচ্ছা জানাই'। এই নিয়ে বিভিন্ন ফোরামের সঙ্গে বিসিএস শিক্ষা সমিতির দ্বন্দ্ব চলছে।

শিক্ষা ভবনে বদলি আতঙ্ক : সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে শিক্ষা সচিবের গানম্যানের (দেহরক্ষী) তদবির অনুযায়ী একজন কর্মকর্তাকে সুবিধাজনক স্থানে বদলি না করায় বিসিএস সমিতির প্রভাবশালী নেতাদের তৎপরতা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির আক্রোশের খেসারত দিতে হয় মাউশির সহকারী পরিচালক (সরকারি কলেজ) আবুল বাসারকে। তাকে ১ জানুয়ারি ঢাকার বাইরের একটি কলেজে বদলি করা হয়। আবুল বাসার ১৬তম বিসিএস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, যার সভাপতি হলেন শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ। এখন মাউশির ওই শূন্যপদ বাগিয়ে নিতে বিসিএস সমিতির ৪-৫ নেতা বিভিন্ন স্তরে চেষ্টা-তদবির করছেন।

১৬তম ও ২৪তম ফোরামের নেতারা জানান, 'সমিতির নাম ভাঙিয়ে বদলি বাণিজ্য করে বিসিএস সমিতির একাধিক নেতা এখন কোটি টাকা দামের বিলাসবহুল গাড়িতে চড়েন। অথচ তারা নিজেদের কর্মস্থলে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না'।

বদলির তালিকা : সংশ্লিষ্টরা জানায়, শীঘ্রই মাউশির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন আসছে। কাদের বদলি করা হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য কর্মকর্তাদের তালিকাও প্রণয়ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছেন মাউশির পরিচালক প্রফেসর সজল কান্তি ঘোষ ও প্রফেসর সিরাজুল আলম, সহকারী পরিচালক (সরকারি কলেজ) অদ্বৈত কুমার রায়, সহকারী পরিচালক (মাদ্রাসা) সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক (বেসরকারি কলেজ) আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী ও সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন) সৈয়দ জাফর আলী। এছাড়াও বরিশালের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকেও বদলির চিন্তাভাবনা চলছে।

তবে বদলির আগাম খবর জানতে পেরে সিদ্দিকুর রহমান গত বৃহস্পতিবার তার ভাতিজাকে (সরকারদলীয় সংসদ সদস্য) সঙ্গে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মন্ত্রী তাকে অভয় দিয়ে বলেছেন, বদলি যাতে না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখা হবে। আর আবদুল কুদ্দুস চৌধুরীও বদলি ঠেকাতে তার ভাইয়ের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তা) সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'বদলি করা এত সহজ নয়। কারণ আমরা উড়ে আসিনি'।

ঢাকা বোর্ডে চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে ত্রিমুখী তদবির : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৬ জানুয়ারি শূন্য হয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটি। এরপর এ পদে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আয়েশা খানমকে নিয়োগ দেয়ার ফাইল তোলেন, শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর আয়েশা খানম গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেনের সহধর্মিণী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ধারণা, আয়েশা খানমকে ওই পদে নিয়োগ দেয়া হলে তিনি বিসিএস সমিতির অনৈতিক তৎপরতা বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু সরকারের আস্থাভাজন এ প্রফেসর যাতে কোনভাবেই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বসতে না পারেন সে জন্য সমিতির আস্থাবহ কোন কর্মকর্তাকে ওই পদে বসাতে মরিয়া তৎপরতা চালাচ্ছেন বিসিএস সমিতির প্রভাবশালী নেতা ও শীর্ষস্থানীয় আমলারা। এ পদে তারা মাউশির পরিচালক প্রফেসর ড. সিরাজুল হককে বসানোর চেষ্টা করছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বোর্ডে চেয়ারম্যান নিয়োগ। চেয়ারম্যানের পদটি খালি থাকায় বোর্ডের প্রায় সব ধরনের কাজই আটকে আছে।

এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের গণসংযোগের দায়িত্বে থাকা উপসচিব এসএম কামাল হায়দার সংবাদকে বলেন, 'চেয়ারম্যান না থাকায় বোর্ডের বিভিন্ন কাজ আটকে আছে'।

প্রসঙ্গত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে আটটি উৎসবভাতা পেয়ে থাকেন। তাই এ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে অনেকেরই স্বপ্ন থাকে।

অন্যদিকে শেষ পর্যন্ত যদি প্রফেসর আয়েশা খানমই ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান, সে ক্ষেত্রে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাকে বসানো হবে তা নিয়েও হিসাব-নিকাশ করছেন বিসিএস সমিতির নেতারা।